দৈনিক বাংলা

14/4/80

প্রাথমিক শিক্ষকদের কিছু বক্তব্য আছে

প্রথম স্কুলটিতে গিয়েছিলাম বেলা সাড়ে এগরাটার দিকে। মাথার উপর কড়া রোদ। হাওয়ায় গরমের আভাস। স্কুলে জনাত্রিশেক ছাত্র। নতুন বছরের ছুটির পর মাত্র স্কুল খুলেছে। শিক্ষক তিনজন। একজন অনুপস্থিত। রেশন আনতে গেছেন থানা সদরে। থানা সদর স্কুল থেকে প্রায় ১২ মাইল হবে। আমার সাথে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তিনি শিক্ষকদের হাজিরা বই দেখতে চাইলেন। হাজিরা বই একদম ফিটফাট। কোন শিক্ষক কোনদিনই অনুপস্থিত নেই। স্কুলে আসা এবং যাবার সময় একেবারে নির্দিষ্ট করে লেখা আছে।

দ্বিতীয় স্কুলে যেতে যেতে সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। ঘড়ির কাঁটা দুটোর কাছাকাছি। সে স্কুলে কোন ছাত্র নেই। শুনলাম স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করার মত কাছাকাছি কোন প্রাণী নেই। স্কুলের ভেতরে, দুটো ছাগল ও বাইরে একটি খাসি নির্বিবাদে বিচরণ করছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের এক সদস্যের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে একজন জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষকের সাথে দেখা। তিনিও স্কুলে যাননি। আগের দিন রেশন আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর নাকি জ্বর জ্বর লাগছিল।

তিন নম্বর স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানতেন যে আমরা যাব। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে গিয়েও দেখলাম সেখানে ছাত্র আছে। সে স্কুলে আলাপ হলো শিক্ষকদের সুখ-দুঃখের কথা।

চার নম্বর স্কুলে গিয়েছিলাম একদিন পরে। স্কুলের দুয়ার-কপাট সবই খোলা। ছাত্রও নেই, শিক্ষকও নেই। এই স্কুলে নাকি একজন মাত্র শিক্ষক। ছাত্রের সংখ্যা কারও জানা নেই। এখানে নিয়মিত স্কুল বসে না। অন্য কোন কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে মাস্টার সাহেব কিছু কিছু ছাত্রদের ডেকে আনেন। এবং সেদিন স্কুলও বসে।

ঐ দিনই বিকেলবেলা, গিয়েছিলাম থানা সদরে। শুনলাম প্রাথমিক শিক্ষকেরা মিছিল করেছে। থানার সাড়ে চার শ শিক্ষকই নাকি ঐ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। ওদের দাবী—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবরদারী ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে তাদের কিছু কথা আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে আমার উপরের অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়। ভিন্ন স্কুলের কথাও শুনেছি। বহু স্কুলে নাকি অসংখ্যা ছাত্র আছে। প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল বা শিক্ষক নেই। অনেক শিক্ষকের পদ খালি আছে। একটি স্কুলে নাকি আটজন শিক্ষক আছে। তাদের পক্ষেও সামাল দেয়া কঠিন। স্কুলে শিক্ষক নেই। অথচ থানা শিক্ষা অফিসারের দফতরে চার-পাঁচজন শিক্ষক আছেন। তারা কেরানীর কাজ করেন। তারা কার নির্দেশে কেরানী হয়েছেন সে প্রশ্ন কেউ তোলে না। কারণ পানিতে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে থানা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু বলা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার।

এই প্রাথমিক শিক্ষকেরা এখন শংকিত প্রায় প্রতি গ্রামেই। সরকার নাকি নতুন নির্দেশ জারি করেছেন। আগামী জুলাই থেকে নাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভার ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর দেয়া হবে। শিক্ষকদের প্রথম প্রশ্ন হচেছ, ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে দায়িত্ব গেলে বেতন দেবে কে? তারা শুনেছে শতকরা ৫০ ভাগ বেতন নাকি ইউনিয়ন কাউন্সিল দেবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০টি স্কুল আছে। শিক্ষকসংখ্যা গড়ে ৩০ জন। চার শ টাকা বেতন হলে শিক্ষকদের মাসিক বেতন দাঁড়ায় ১২ হাজার টাকা।

এর শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ছ'হাজার টাকা মাসে মাসে ইউনিয়ন কাউন্সিলের পক্ষে দেয়া কি সম্ভব? এমনিতেই চৌকিদার, দফাদার, কাউন্সিল সদস্য এমনকি চেয়ারম্যানেরও বেতন মিলছে না নিয়মিত। এর পর এই নতুন টাকা জুটবে কোথেকে? এ টাকা দিতে হলে নিশ্চয়ই নতুন করে কর বসাতে হবে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? তাই শিক্ষকদের আশংকা, এ নির্দেশ কার্যকরী হলে তাঁরা আর নিয়মিত বেতন পাবেন না। এবং বেতনের জন্যে চেয়ারম্যান আর ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের পিছু ছুটতে হবে সারা দিন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচেছ, ইউনিয়ন কাউন্সিলের খবরদারী নিয়ে। এমনিতেই প্রাথমিক শিক্ষকদের নানা ঝামেলা আছে। থানা শিক্ষা অফিসারদের দৌরাত্ম্যে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়। নিয়মিত বেতন পেতে, বাকি বকেয়া আদায় করতে আর বদলী ঠেকাতে প্রচুর কাঠখর পাড়াতে হয়। এর পরে ইউনিয়ন কাউন্সিলে এলে নতুন বখরাদারের সৃষ্টি হবে। তা হলে চলবে কি করে?

এ আশংকা অপ্রিয় বা অবাঞ্ছিত হলেও সত্য। আমরা চাই বা না চাই শিক্ষাঙ্গন এখন পবিত্র নয়। পত্রিকার পাতা খুললেই শিক্ষা অফিসারের দৌরাত্ম্যের কাহিনী চোখে পড়ে। যে কোনভাবেই হোক তাদের সাথে মিলেমিশে শিক্ষকদের থাকতে হয়। তাদের চটান সম্ভব নয়। এর পরে চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের খুশি করতে হলে শিক্ষকদের সারাদিনই কাটবে চাকরি রক্ষার চেষ্টায়। আর শিক্ষা উঠবে শিকেয়।

শিক্ষকদের তৃতীয় বক্তব্য ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে। যাঁরা শিক্ষকদের উপর খবরদারী করবেন তাঁদের নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের সেই যোগ্যতা আছে কি? এ প্রশ্নটি একান্তই সম্মানের এবং মর্যাদার। অন্তত আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষকদের সম্মান এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে।

এছাড়া আছে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা। অনেক চেয়ারম্যান বা ইউনি[illegible]ন্সিল সদস্য বিভিন্ন কারা[illegible] শিক্ষককে পছন্দ না করতে পারেন। অনেকের সাথে গ্রামগত, গোত্রগত ও সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ থাকতে পারে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে খবরদারী গেলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শংকিত হবার কারণ থাকবেই।

মোটামুটিভাবে শিক্ষকদের মূল প্রশ্ন হচেছ, তাঁদের বেতন দেবে কে? ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে খবরদারী গেলে তাঁরা নিয়মিতভাবে বেতন পাবেন তো? তাঁদের কথা হচেছ খবরদারী করতে হলে অধিকসংখ্যক স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হোক। শিক্ষা দফতরগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা হোক। শুধুমাত্র ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে দায়িত্ব দিলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হবে মাত্র। যে শিক্ষার পরিবেশ এখন গ্রামে আছে তাও নষ্ট হবে ইউনিয়নের কোন্দলে।

এব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি করবেন তা আমি জানি না। তবে আমি মনে করি যে শিক্ষকদের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে। এবং সে প্রেক্ষিতে প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা দরকার, শিক্ষকদের বেতন কে দেবে? ইউনিয়ন কাউন্সিলের পক্ষে বেতন দেয়া সম্ভব নয় তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এ ছাড়াও আমি মনে করি যে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার আগে আরও ভাবনা-চিন্তা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। পদাধিকার বলে একজন চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য একজন শিক্ষককে হুকুম দেবেন বা চোখ রাঙাবেন তা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি বিশেষ করে এ দিকটি কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলব।

তবে প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রাচীনকালের পাঠশালার শিক্ষকেরা কলা, মুলো, তাল আর বেগুনের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন। ওটা তাঁদের পাওনা ছিল। পথের পাঁচালীর অপুর পন্ডিত মশাইয়ের দোকান ছিল। দোকান দেখতে দেখতে তিনি শিক্ষকতা করতেন। দোকানই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য পেশা। আজকের প্রাথমিক শিক্ষকদের কিন্তু সে অবস্থা নেই। তারা নিয়মিত বেতন পান। রেশন পান। গ্রাম-গ্রামান্তরে তাঁরা ঈর্ষার পাত্র। এর পরেও যদি স্কুলের শিক্ষকদের হদিস না মেলে। রেশন আনার নামে স্কুলে গড়হাজির হতে হয়। দুপুর বেলায়ই যদি স্কুলে ছাগল আর খাসি রাজত্ব করে, তাহলে খুব ভাল দেখায় না। আমি আবেদন করব এ অবস্থার অবসান ঘটাতে। শিক্ষকরা দাবী করবেন কিন্তু দায়িত্ব পালন করবেন না তা হতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি প্রাইমারী স্কুলের খবরদারী করার ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত। তবে নিশ্চয়ই ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে দিয়ে নয়। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

—অনিকেত